যুগান্তর

NOV. 22 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ..৩.. কলাম ..৬.....

চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের বেহাল অবস্থা

নেতৃত্বের চরম সংকট : কর্মীদের মধ্যে হতাশা সব প্রতিষ্ঠান হাতছাড়া

হামিদ উল্লাহ, *চট্টগ্রাম ব্যুরো*

কি মহানগর, কি বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তর ও দক্ষিণ জেলা, কলেজ কিংবা ওয়ার্ড চট্টগ্রামের সর্বত্রই এখন ছাত্রলীগের বড়ই করুণ অবস্থা। এত দিন দলীয় সরকার ক্ষমতাসীন থাকায় তারা কিছুই আঁচ করতে পারেনি। কিন্তু ক্ষমতার বাইরে গিয়ে এবার যখন মোহ ভেঙেছে, সেই সঙ্গে ভেঙেছে নেতাকর্মীদের মনোবল ও অনেক অনেক স্বপ্ন। কর্মীদের কাজের স্পৃহা নেই, কমেছে সংগঠনের গতি। চট্টগ্রামের সিংহভাগ এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকারী সংগঠন ছাত্রলীগের বর্তমানে নগরে কোন কার্যক্রম নেই। অনেক নেতা চুপচাপ, কেউ বিদেশ চলে যাওয়ার চেষ্টায় আছেন, কেউ গা-ঢাকা দিয়ে আছেন আবার ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত কেউ কেউ। তবে এ মুহূর্তে কোন গ্রুপিংয়ের চাপ না থাকলেও আছে হতাশা ও অস্থিরতা।

গত বছরের ১২ জুলাই চট্টগ্রামের বহদ্দারহাটে নৃশংসতম এইট মার্ডারের পর গঠিত ছাত্রলীগের স্টিয়ারিং কমিটিও বর্তমানে নিষ্ক্রিয়। ইতিমধ্যে ১২ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির দুই নেতাকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তারা হলো লাভলু ও মহিম। অপর সদস্য গিয়াস উদ্দিন হিরু বর্তমানে দুই সন্তানের জনক। এইট মার্ডারের পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যেই মহানগর ছাত্রলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠানের কথা খোদ শেখ হাসিনা বললেও পরবর্তী সময়ে তা আর হয়নি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্টিয়ারিং কমিটির একজন সদস্য যুগান্তরকে বলেন, চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারাই ছাত্রলীগের কার্যক্রমে প্রধান বাধা।

ছাত্রলীগের বিপর্যয়ের কারণে ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও চট্টগ্রাম পলিটেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটের নিয়ন্ত্রণ চলে গেছে ছাত্রশিবির ও ছাত্রদলের হাতে। শিবির ও ছাত্রদল এবার নতুন করে দখল করার চেষ্টা করছে চট্টগ্রাম কমার্স কলেজ। দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা এ কলেজের ছাত্রাবাসগুলো খুলে দেয়ার জন্য ছাত্রশিবির ইতিমধ্যেই দাবি জানিয়েছে। ছাত্রলীগ ছাত্রাবাস খোলার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে।

গ্রুপভিত্তিক রাজনীতিতেও ছাত্রলীগের অবস্থা শোচনীয়। মহানগর ছাত্রলীগ বাবু গ্রুপ, আ জ ম নাছির গ্রুপ, সিটি কলেজ গ্রুপ ও এমইএস কলেজ গ্রুপে বিভক্ত। বাবু গ্রুপের প্রধান পৃষ্ঠপোষক আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু চট্টগ্রাম-১২ থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হতে পারেননি। গ্রুপের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড আবদুল কাদের ওরফে মাইছা কাদের কারাগারে। কারাগারে আছেন এমইএস কলেজ গ্রুপের শীর্ষ নেতা ওয়ার্ড কমিশনার মামুনুর রশিদ মামুন। আ জ ম নাছির গ্রুপ ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও পলিটেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। হাতে রয়েছে সরকারি কমার্স কলেজ ও চট্টগ্রাম আইন কলেজ। সিটি কলেজ ছাত্রলীগ নিজ **চট্টগ্রাম** : পৃষ্ঠা : ১৩ কলাম : ৬

চট্টগ্রাম : ছাত্রলীগ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

এলাকায় চুপচাপ থেকে নিয়ন্ত্রণ করছে সব কিছু আগের মতো।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ আ জ ম নাছির, বাবু ও মামুন গ্রুপে বিভক্ত হলেও বর্তমানে তাদের মধ্যে কোন কোন্দল নেই। তবে মাঠে কর্মীও নেই। ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রিত শাহজালাল, শাহ আমানত ও শহীদ আবদুর রব হলের অধিকর্তা এখন ছাত্রশিবির। ছাত্রলীগ ক্যাম্পাস ছেড়ে দিয়ে চিরাচরিত ১ নং গেটে অবস্থান নিয়েছে।

একইভাবে বিশৃঙ্খলা ও সাংগঠনিক স্থবিরতা চলছে চট্টগ্রাম উত্তর ও দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগে। দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগে দীর্ঘদিন ধরে কোন্দল চলছে। উত্তর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক দুজনেই বিবাহিত। উল্লেখ্য, মহানগর উত্তর কিংবা দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগের সিংহভাগ নেতাই ছাত্রত্ব হারিয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্তির আগেই।

ছাত্রলীগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট চট্টগ্রাম নগর ছাত্রলীগের সর্বশেষ কমিটি গঠিত হয় ১৯৮৮ সালে। এ দীর্ঘ সময়ে সম্মেলন না হওয়ায় ছাত্রলীগে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন উপ, শাখা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রুপ। সঠিক নেতৃত্বের অভাবে এসব গ্রুপের নেতাকর্মীরা সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের পরিবর্তে বন্দরনগরীতে চাঁদাবাজি, হাইজ্যাক, বাড়ি দখল, টেন্ডারবাজি ও অন্যান্য অপকর্মে লিপ্ত থাকে দীর্ঘদিন ধরে।

অন্যদিকে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের বেশিরভাগ মামলারই বাদী দলের প্রতিপক্ষ গ্রুপের নেতাকর্মী।

ছাত্রলীগের এ দুরবস্থার কারণ সম্পর্কে মহানগর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক নেতা যুগান্তরকে বলেছেন, সাংগঠনিকভাবে ছাত্রলীগকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে প্রতি বছর সম্মেলন অপরিহার্য। তারা মুরব্বি সংগঠন আওয়ামী লীগের সমালোচনা করে বলেন, নেতারা দিকনির্দেশনা দেয়ার চেয়ে কার্য হাসিলে বেশি ব্যস্ত। নেত্রী (শেখ হাসিনা) অতীতে ছাত্রলীগকে মেরামতের জন্য যে ৬ নেতাকে (এম এ মান্নান, এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী, আখতারুজ্জামান বাবু, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, মোছলেম উদ্দিন আহমদ ও এম এ সালাম) দায়িত্ব দিয়েছিলেন তারা কেউ দায়িত্ব পালন করেননি।